পলিসি ব্রিফ
১০১/ ২০২১
ফেব্রুয়ারি ২০২১

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

তৈরি পোশাক খাতে করোনা ভাইরাস উদ্ভূত সংকট: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও করণীয়

ভূমিকা

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পর থেকে তৈরি পোশাক খাতে নিয়মিতভাবে গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট নির্দেশকের ভিত্তিতে সুশাসনের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা এবংতার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ অংশীজনের সাথে অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। সম্প্রতি করোনা সংকটের কারণে তৈরি পোশাক খাতবিশেষভাবে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। এই প্রেক্ষিতে করোনা সংকটে তৈরি পোশাক খাতেউদ্ভূত সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা ও তা থেকে উত্তরণে করণীয় নির্ণয় করার প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি হয়। এই প্রেক্ষিতে টিআইবি "তৈরি পোশাক খাতে করোনা ভাইরাস উদ্ভূতসংকট: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও করণীয়" শীর্ষক একটিগবেষণা পরিচালনা করে।গবেষণার প্রতিবেদনগত ১৭ ডিসেম্বর ২০২০ এক ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে ঢাকা থেকে প্রকাশ করা হয়। প্রতিবেদনের কপি ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্টঅংশীজনদের কাছে প্রেরণ করা হয়েছে এবং তা টিআইবির ওয়েব সাইটেও দেয়া আছে (https://www.ti-bangladesh.org/beta3/images/2020/report/RMG/RMG_Study_Fullrep.pdf)।

গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায় করোনা সংকটকালে তৈরি পোশাক উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থা একদিকে যেমন ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে অপরদিকে শ্রম আইন ২০০৬ এর বিভিন্ন ধারা অপব্যবহার করে শ্রমিক ছাঁটাই ও লে-অফ ঘোষণা, মাতৃত্বকালীন সেবা হতে বঞ্চিত করাসহ শ্রমিক অধিকার নিশ্চিতে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের ব্যর্থতা পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। সংকট মোকাবেলায় সরকার কর্তৃক দ্রুত বিভিন্ন প্রণোদনা সুবিধা প্রদানের ফলে মালিকপক্ষের ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে। কিন্তু প্রণোদনার ক্ষুদ্র অংশ শ্রমিকদের প্রদান করা এবং সকল শ্রমিক প্রণোদনা প্যাকেজের আওতাভুক্ত না হওয়ার বাস্তবতাও পরিলক্ষিত হয়। করোনাসংকট মোকাবেলায় অংশীজনসমূহের মধ্যে সমন্বয়হীনতা, জবাবদিহিতা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে না পারাসহ বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ ছিল। অপরদিকে, ক্রেতা প্রতিষ্ঠানসমূহ নৈতিক ব্যবসা পরিচালনা করতে ব্যর্থ হয়েছে যা এ খাত টেকসইকরণকে ঝুঁকির সম্মুখীন করছে।করোনা ভাইরাস সংক্রমণের মত ভবিষ্যতে এ ধরণের যে কোনো সংকট মোকাবেলায় একটি কার্যকর কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন অত্যন্ত জরুরী। এই প্রেক্ষাপটে উল্লেখিত গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য ও বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে প্রণীত করণীয়সমূহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিবেচনার জন্য টিআইবি প্রস্তাব করছে।

করণীয়	বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ
আইন সংশোধন সম্পর্কিত	
১. করোনা মহামারি বিবেচনায় নিয়ে সকল শ্রেণীর শ্রমিকের চাকুরির নিরাপত্তার বিধান সংযুক্ত করে 'শ্রম আইন, ২০০৬' এর ধারা ১৬ এবং ধারা ২০ সংশোধন করতে হবে	শ্রম মন্ত্রণালয়
সাড়া প্রদান	
২. লে-অফকৃত কারখানায় একবছরের কম কর্মরত শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষার আওতায় আনার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে	শ্রম মন্ত্রণালয়
৩. ইইউ ও জার্মানির সহায়তা তহবিল ব্যবহারের জন্য করোনা মহামারির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের সঠিক তালিকা অবিলম্বে প্রণয়ন করতে হবে;	কলকারখানা প্রতিষ্ঠান ও পরিদর্শন অধিদপ্তর, বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ

করণীয়	বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ
জবাবদিহিতা	
৪. শ্রমিক অধিকার ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিতে সরকার, মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির নিয়মিত ও কার্যকর পরিদর্শন নিশ্চিত করতে হবে	শ্রম মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, কলকারখানা প্রতিষ্ঠান ও পরিদর্শন অধিদপ্তর, শ্রম অধিদপ্তর, বিজিএমইএ, বিকেএমইএ
৫. করোনার সংক্রমণ মোকাবেলায় সরকার ও মালিক সংগঠনসমূহ কর্তৃক গঠিত বিভিন্ন কমিটিকে পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী ও যাতায়াতের ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে এসব কমিটি শ্রমিকদের অধিকার ও কারখানায় তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে;	শ্রম মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, কলকারখানা প্রতিষ্ঠান ও পরিদর্শন অধিদপ্তর, শ্রম অধিদপ্তর
৬. বিজিএমইএ কর্তৃক প্রণীত গাইডলাইন মোতাবেক শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহ এবং স্বাস্থ্য-বিধি প্রতিপালন ব্যত্যয় হলে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে 'ইউটিলাইজেশন ডিক্লারেশন (ইউডি)' সুবিধা বাতিল এবং জরিমানার ব্যবস্থা করতে হবে	কলকারখানা প্রতিষ্ঠান ও পরিদর্শন অধিদপ্তর, বিজিএমইএ
৭. ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলোকে নৈতিক ব্যবসা পরিচালনায় অঙ্গীকারাবদ্ধ হতে হবে। পোশাকের ভিত্তিমূল্য নির্ধারণ ও কার্যাদেশসমূহের বিদ্যমান শর্তের সাথে দুর্যোগকালে শ্রমিক অধিকার নিশ্চিতকরণের বিষয় সংযুক্ত করতে হবে	ক্রেতা প্রতিষ্ঠান, শ্রম মন্ত্রণালয়, বস্ত্র মন্ত্রণালয়, বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ
স্বাস্থ্য সুরক্ষা	
৮. বিজিএমইএ'র অঙ্গীকার করা করোনা ভাইরাসের নমুনা পরীক্ষার সকল ল্যাব দ্রুততার সাথে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে স্থাপন ও চালু করতে হবে	বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ
স্বচ্ছতা	
৯. করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়া, শ্রমিক ছাঁটাই, কার্যাদেশ বাতিল ও পুনর্বহাল, প্রণোদনার অর্থের ব্যবহার ও বণ্টন, ইত্যাদি সব তথ্য সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করতে হবে; এসব তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে।	কলকারখানা প্রতিষ্ঠান ও পরিদর্শন অধিদপ্তর, শিল্প পুলিশ, বিজিএমইএ, বায়ার, আন্তর্জাতিক শ্রমিক কনসোর্টিয়াম

পলিসি ব্রিফ প্রসঙ্গে

জাতীয় ও তৃণমূল পর্যায়ে নাগরিকদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতন ও সক্রিয় করা এবং দেশে দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা সৃষ্টির লক্ষ্যে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ১৯৯৬ সাল থেকে বহুবিধ গবেষণা, প্রচারণা, অ্যাডভোকেসি ও জনসম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। জাতীয় পর্যায়ে নিবিড় অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম গ্রহণ এবং স্থানীয় পর্যায়ে বিস্তৃত নাগরিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে 'বিল্ডিং ইন্টেগ্রিটি ব্লকস ফর ইফেক্টিভ চেইঞ্জ' প্রকল্পটি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বিদ্যমান নীতি, আইন ও নিয়ম-কানুন কার্যকর প্রয়োগের ক্ষেত্রে ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

টিআইবি এমন এক বাংলাদেশ দেখতে চায় যেখানে সরকার, রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, নাগরিক সমাজ ও সাধারণ মানুষের জীবন হবে দুর্নীতির প্রভাব থেকে মুক্ত। এ লক্ষ্যে নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার অনুঘটনে টিআইবি গবেষণা কার্যক্রম ও তার ভিত্তিতে কার্যকর নীতি প্রণয়নে অ্যাডভোকেসি ও নাগরিক সম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এরই অংশ হিসেবে ধারাবাহিক ও সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ের ওপর টিআইবি পলিসি ব্রিফ প্রণয়ন করে থাকে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (লেভেলস ৪ ও ৫), বাড়ি ০৫, সড়ক ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯। ফোন: +৮৮০ ২ ৪৮১১৩০৩২-৩৩, ৪৮১১৩০৩৬
ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৪৮১১৩১০১, info@ti-bangladesh.org, www.ti-bangladesh.org, www.facebook.com/TIBangladesh